আর. ডি. বনশল প্রযোজিত... আশাপূর্ণা দেবী রচিত

শশীবাবুর সংসার

গ্রেস পিকচার্স নিবেদিত

আর. ডি. বনশল প্রযোজিত

গ্রেস পিক্‌চার্সের

নিবেদন

কালীবাবুর সংসার

কাহিনী : আশাপূর্ণা দেবী

চিত্রনাট্য : নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা : সুধীর মুখোপাধ্যায়

সুরারোপ : অনিল বাগচী

চিত্রগ্রহণ : দেওজী ভাই

শব্দ-ধারণ : সুশীল সরকার

সংগীতাংশগ্রহণ : সত্যেন চ্যাটার্জি

জনতা রিলিজ

কণ্ঠসংগীত-শিল্পী : আলপনা ব্যানার্জি

মানবেন্দ্র মুখার্জি * শ্যামল মিত্র

সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি * শিল্প-নির্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী

গীতিকার : বিমল ঘোষ, শ্যামল গুপ্ত * নৃত্য-পরিচালনা : শ্রীগোপাল

যন্ত্র-অনুষংগ : সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা * স্থিরচিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ

সহকারী প্রধান পরিচালক : বিনু বর্ধন

সহকারিবৃন্দ

পরিচালনায় : রবি ব্যানার্জি, বিশু বর্মা, অনুপ সেন

শব্দধারণে : ইন্দু অধিকারী * সংগীতে : শৈলেশ রায়

শিল্প-নির্দেশে : গুপী সেন * চিত্রগ্রহণে : তরুণ গুপ্ত, সত্য রায়

ভ্রমর লাল * সম্পাদনায় : রবীন সেন

প্রোডাক্‌শন কন্ট্রোলার : কে. এল. মেহরোত্রা

তত্ত্বাবধান : প্রদীপ মৈত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ইষ্টার্ণ রেলওয়ে - সাউথ ইষ্টার্ণ রেলওয়ে

গ্লোব নার্শারী - ষ্টেশন সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট, হাওড়া

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিয়োয় আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ লিমিটেডে পরিস্ফুটিত

প্রচার পরিচালনা : রমেন চৌধুরী

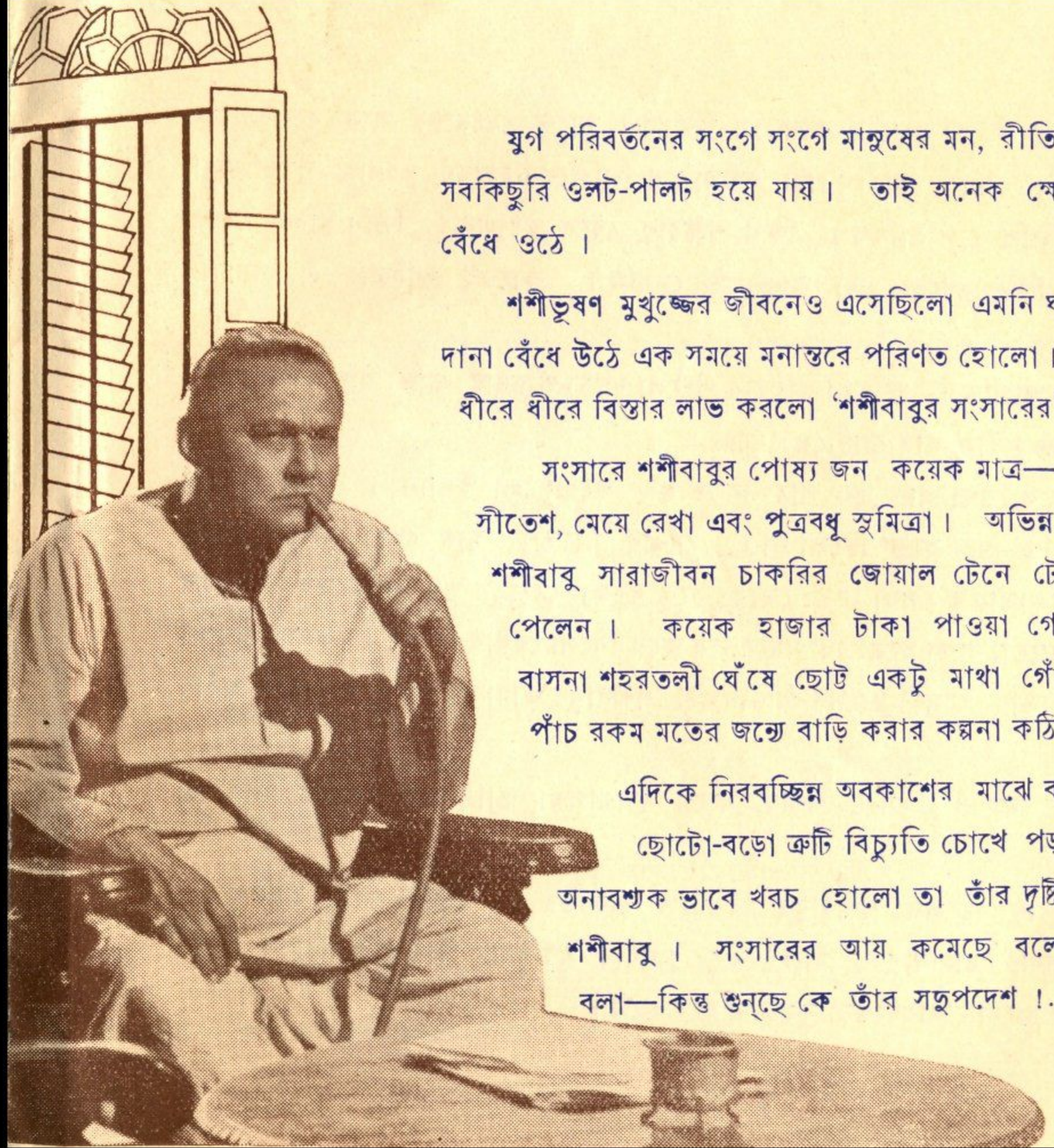

যুগ পরিবর্তনের সংগে সংগে মানুষের মন, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সমাজ-জীবন—সবকিছুরি ওলট-পালট হয়ে যায়। তাই অনেক ক্ষেত্রে বর্তমানের সংগে অতীতের সংঘাত বেঁধে ওঠে।

শশীভূষণ মুখুজ্জের জীবনেও এসেছিলো এমনি ঘাত-প্রতিঘাত ফলে তাঁর সংসারে মতান্তর দানা বেঁধে উঠে এক সময়ে মনান্তরে পরিণত হোলো। এই মন-কষাকষিকে ঘিরে যে কাহিনী ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করলো 'শশীবাবুর সংসারের' গল্পাংশ তাই নিয়েই।

সংসারে শশীবাবুর পোষ্য জন কয়েক মাত্র—স্ত্রী মন্দাকিনী, বড়ো ছেলে পরেশ তস্য অনুজ সীতেশ, মেয়ে রেখা এবং পুত্রবধূ সুমিত্রা। অভিন্ন সংসারের বাসিন্দাগুলির মত কিন্তু বিভিন্ন। শশীবাবু সারাজীবন চাকরির জোয়াল টেনে টেনে জীবনের সন্ধ্যেবেলায় কাজ থেকে অবসর পেলেন। কয়েক হাজার টাকা পাওয়া গেল প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে। ওঁর বহুদিনের বাসনা শহরতলী ঘেঁষে ছোট্ট একটু মাথা গোঁজার আস্তানা করবার। কিন্তু পাঁচজনের পাঁচ রকম মতের জন্যে বাড়ি করার কল্পনা কঠিন বাস্তবে রূপায়িত হতে পেল না।

এদিকে নিরবচ্ছিন্ন অবকাশের মাঝে বাড়িতে বসে থেকে সংসারের নানা রকম ছোটো-বড়ো ত্রুটি বিচ্যুতি চোখে পড়তে থাকে। কে কি করলো, কোন্ জিনিসটা অনাবশ্যক ভাবে খরচ হোলো তা তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পায় না। গজ্ গজ করেন শশীবাবু। সংসারের আয় কমেছে বলেই সবাইকে একটু বুঝে সুঝে চলতে বলা—কিন্তু শুন্‌ছে কে তাঁর সদুপদেশ !...

চরিত্র-চিত্রায়ণে

ছবি বিশ্বাস
অরুন্ধতী মুখার্জি
সাবিত্রী চ্যাটার্জি
চন্দ্রাবতী দেবী
তপতী ঘোষ
পাহাড়ী সান্যাল
বসন্ত চৌধুরী
জীবেন বোস
অনুপকুমার
অমর মল্লিক
গংগাপদ বসু
শৈলেন মুখার্জি
পশুপতি কুণ্ডু
ক্ষীরোদ গোপাল
মাঃ সুখেন
পটল
সন্ধ্যা (বড়)
এবং আরো অনেকে

সুমিত্রা লেখাপড়া শিখেছে। সে বোঝে এখন যে দিনকাল তাতে মেয়েদের ঘরে বসে আয়েস করা শোভন নয়, সংগতও নয়। তাই প্রাচীন-পন্থী শশীবাবুকে লুকিয়ে চাকরির দরখাস্ত করেছিলো, সে আবেদন মঞ্জুর হয়ে আহ্বান-লিপি এসে হাজির। কিন্তু শশীবাবু বেঁকে বসলেন : তিনি চাকরি থেকে অবসর নিলেও সংসারের কর্তা-গিরি থেকে তো আর ছুটি নেননি। কাজেই সুমিত্রার এ বেয়াদবি চলবে না কিছুতেই ।.....

না, টিকলো না শশীবাবুর আপত্তি। সুমিত্রা ঝাঁপিয়ে পড়লো দশটা-পাঁচটার প্রাত্যহিক কর্মপ্রবাহে। অতএব প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সূত্রপাত নবীন আর প্রাচীনের মধ্যে।

কলেজে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে রেখা আর এক পাঠ নিতে শুরু করেছিলো ইদানিং। সেটা হোলো মন-দেয়া-নেয়ার। এতে অবিশ্যি ওর হাত ছিলো না। সেবার সীতেশ আর রেখা পশ্চিম থেকে রাত্তিরের ট্রেনে আসছিলো কলকাতায়। সমী দত্ত জোর করে দরজা ঠেঙিয়ে শুধু গাড়িতেই ঠাঁই করে নিলো না—পিছু লেগে থেকে নাছোড়বান্দা হয়ে এক সময়ে জয় করে নিলো রেখার হৃদয়ও। কলকাতাবাসী পাঞ্জাবীর ছেলে সমী দত্ত কলকাতার বনেদী বংশের প্রাচীনপন্থী শশীবাবুর জামাতা হবার দুঃসাহসে অধীর হয়ে ওঠে।

ওদিকে সীতেশও বসে নেই। সে-ও পড়ার সংগে বোঝাপড়া চালিয়েছে প্রেমের আর তা রেখা-বান্ধবী বেলার সাথে।

মন্দাকিনী-অগ্রজ মুকুন্দবাবু ছিলেন শশীবাবুর বিপরীত প্রকৃতির। তিনি সদাই হাসিখুশি। রেখা-সীতেশ-পরেশ-সুমিত্রা—সবাই মামাবাবুকে মান্যও করে আবার সর্ববিষয়ে তাঁর বুদ্ধি পরামর্শ নেয়। মুকুন্দবাবু এলে শশীবাবুর বাড়ির গুমোট আবহাওয়া ফুর্‌ফুরে হয়ে ওঠে।

এই মুকুন্দবাবুর নিজস্ব ফ্ল্যাটে মামাবাবুর অনুপস্থিতির সুযোগে পড়াশুনার অছিলায় রেখা ও সীতেশের মন-দেয়া-নেয়ার জটিল ব্যাপারটি সহজ সরল হয়ে আসে।

নতুন যুগের কাছে পুরাতন নিশ্চয়ই অবাঞ্ছিত—শশীবাবু মর্মে মর্মে বুঝেছেন এ কথা। তাই সংসারের বাইরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছেন নিজেকে। লেকের ধারে রিটায়ার্ড মেন্‌স্ কর্ণারে প্রায়ই হাজিরা দেন। তাঁরই মত সব-বিষয়ে-ছুটি-পাওয়া বৃদ্ধের দলেই নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চান।

কবি-বন্ধু অক্ষয় এসে হাজির ইতিমধ্যে। কলেজ জীবনের প্রিয় সহচর অক্ষয় এসে বৃদ্ধ বয়েসের অপূর্ব অবলম্বন জুটিয়ে দিলো—কবিতা লেখা। ভারি মজার খেলা, কেমন কথার পর কথা বসিয়ে যাওয়া, মিলের সাথে মিল!

এদিকে পুরাতনে-নতুনে সেতুবন্ধ হবার শুভ-সূচনা দেখা দেয় কবিতা লেখার কল্যাণে। সুমিত্রা সাহায্য করে সোৎসাহে শশীবাবুকে কথা-গাঁথার খেলায়।

কিন্তু.....

বাধলো বিপত্তি রাঁচীতে পরেশ বদলী হয়ে। সুমিত্রাকে কাছে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা জোগালো ইন্ধন। ছিঃ! এতোটা আত্মকেন্দ্রিক আজকের যুগের মানুষগুলো! বুড়ো বাপ-মা কেউ নয়, আপনার হোলো শুধু স্ত্রী!

হিমালয়-প্রমাণ অভিমান মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়—আনন্দের সূর্য একেবারে ঢাকা পড়ে যেতে বসে শশীবাবুর সংসারে।

সেই মুহূর্তে নতুন আর পুরাতনের যুগ্ম প্রচেষ্টায় অঘটন ঘটলো। নতুন যুগ সত্যিই বেহিসাবী আত্মকেন্দ্রিক নয় সেই প্রমাণ দিলো! হ্যাঁ, শশীবাবুর তো এখন তাই মনে হচ্ছে!

(১)

যে ছিলো মনে মনে গোপনে
পেয়েছি পথে যেতে দেখা তার
দেখেছি কিছু লেখা নয়নে
যে ছিলো মনে মনে গোপনে !

অধরে বাঁকা হাসি দোলানো
কথার মায়া দিয়ে ভোলানো ;
পারে কি সে আর
না এসে আমার
মিলন-রঙে-রাঙা ভুবনে !

ক্ষতি কি বলো যদি আমি চাই
হারায়ে আপনারে তারে পাই !
যে রাতে হবে বাঁশি বাজানো
ফাগুন ফুলে ফুলে সাজানো
সে রাতে যে তায়
গানের মালায়
জড়ায়ে রেখে দেবো নয়নে !

(২)

চানাচুর গরম বাবু চানাচুর গরম···
কুড়্মুড়্ কুড়্মুড়্ কুড়্মুড়্ কুড়্মুড়্
চানাচুর গরম—
মুখের মধ্যে মিলিয়ে যাবে এম্নি
খাস্তা ভাজা
ঝাল ঝাল টক টক নোন্তা গরম
চানাচুরের রাজা ;
দাঁতের পাটি থাক্ বা না থাক
ফোক্লা মুখে দিলে
চুর চুর ছাতু আরাম করে
ফেলুন বাবু গিলে।
হেঁচ্কি ঢেঁকুর থাক্বে নাকো
বদহজমের যম !
চানাচুর গরম···

এই যে খোকা চারটি পয়সায়
পাবেন দাঁতের প্রাইজ
এই চানাচুর চিবিয়ে করুন
দাঁতের এক্সারসাইজ ;
দাঁতের জোরে বারবেল তুলুন
টানুন মোটর গাড়ি
ঝক্ ঝক্ চক্ চক্ শক্ত হবে
বত্রিশ দাঁতের মাড়ি।
লোহার কড়াই লাগ্বে যেন
তুল্তুলে নরম।
চানাচুর গরম···

সাধ করে কি বল্ছি বাবু
উল্টো পাল্টা কথা
কেমন করে বোঝাই বলুন
বেকার মনের ব্যথা।

পাথর মোড়া শহর ঘুরে
চাক্‌রি মেলা ভার
ঘরের কড়ি খর্‌চা করি
বিদ্যে শেখাই সার
মনের দুঃখে ঝুলিয়ে কাঁধে
চানাচুরের ঝুলি
পেটের দায়ে শোনাই বাবু
হরেক রকম বুলি।
সত্যি মিথ্যের ধার ধারিনা
নেইকো লজ্জা শরম!
চানাচুর গরম—

(৩)

সমী - একদিন জানবেই নয় কি,
তুমি আর আমি আছি ভয় কি?
চাঁদ উঠ্‌বেই
ফুল ফুট্‌বেই,
মৌমাছি আর দূরে রয় কি!

রেখা—যদি গো চাঁদ মেঘে ঢাকে
না ফোটে ফুল বন শাখে—
অলি না আসে ..

সমী - আহা-হা···
রেখা—মধুমাসে—
সমী—আহা হা···
রেখা—অলি না আসে মধুমাসে
সমী—তাই হয় কি···
উভয়ে হয় কি হয় কি হয় কি?
রেখা—ফাগুনে মিছে ব্যথা লয়ে
দখিনা যদি যায় বয়ে
সমী—উদাসী হয়ে
রেখা—আহা হা
সমী—যায় বয়ে—
রেখা—আহা হা
সমী—উদাসী হয়ে যায় বয়ে
রেখা—তাই বয় কি—
সমী—বয় কি···বয় কি?

(৪)

সজনী বিনা রে রজনী না যায়
পেয়ে তবু হিয়া পিয়ারে না পায়।
ভীরু ভালোবাসা বুঝিনা কি ছলে
চুপি চুপি কেন আঁখি ভরে জলে
ভাবনারি ছায়া যেতে যে না চায়!

মনে মনে জানি সে যে কতো কাছে
ব্যথা বলে ওগো সে যে কতো দূরে
জয় করে তবু ভাঙে নারে
ভুল নিয়ে মিছে ফুল রাঙে নারে
ফাগুনেরি আশা কাঁদে নিরাশায়!

শুভমুক্তি আসন্ন !

বাড়ী থেকে পালিয়ে

এন, বি, ফিল্মস্ ইন্টারন্যাশনালের
চতুর্থ ছবি

শিবরাম চক্রবর্তীর
মূলকাহিনী অবলম্বনে

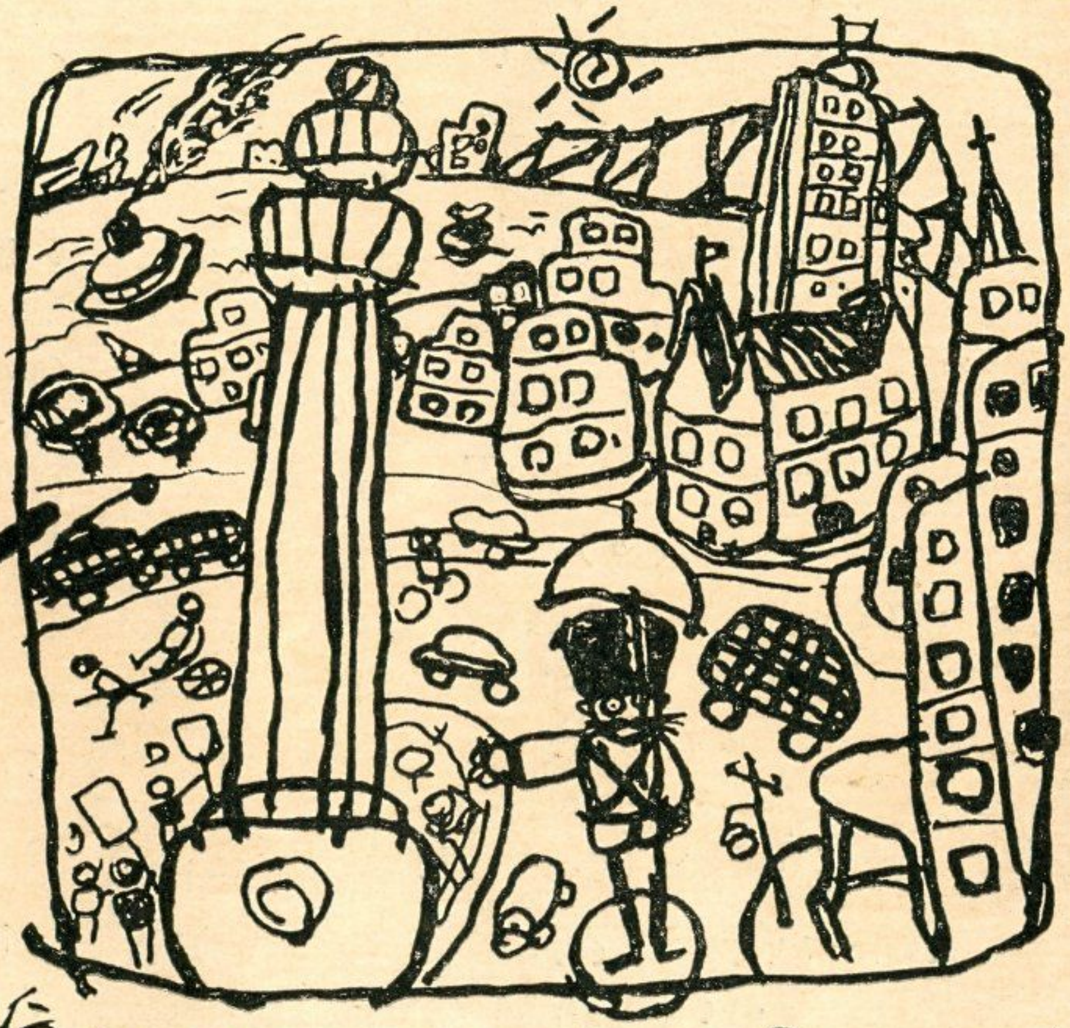

চিত্ররূপ
ঋত্বিক ঘটক

প্রযোজনা
প্রমোদ লাহিড়ী

সঙ্গীত
সলিল চৌধুরী

জনতা পরিবেশনা

রমেন চৌধুরী কর্তৃক সম্পাদিত, ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত

13 nP.